R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

*Our Bricks are made of soil*
*Your dreams are made of our toil*
NIRMA
"Piyal Kunja"
Kamal Kumari Devi Sarani
Haridasnagar
P. O. Raghunathganj
Dist. Murshidabad
Phone : Office 28 Resi : 161

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
**ষ্টুডিও চিত্রশ্রী**
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১১ই পৌষ বুধবার, ১৩৯৬ সাল। ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

## সরকার বদলের সাথে সাথে বাজার দর নামছে

বিশেষ প্রতিবেদক : গত লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের বাজার দর অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। চিনির পাইকারী দর উঠে কুইন্ট্যাল ১০০০ থেকে ১০২৫ টাকা, সরষের তেল ১৫ কেজি টিনের দাম হয় ৩৩৫ থেকে ৩৪০ টাকা, বনস্পতির পাইকারী দর উঠে ১৫ কেজি টিনে ৪০৪/৪০৫ টাকা। মসলাপাতি, ডালও দুর্মূল্য হয়। জিরের দাম উঠে ১১৭৫ থেকে ১২০০ টাকা, মুসুর ডাল ৪০০ টাকা, মুগডাল ৬০০ টাকা মণ। তুলনামূলকভাবে আলুর দাম হয় ৮০ টাকা মণ, বেগুন ১২০ টাকা মণ! চালের দর বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭০ থেকে ৪৮০ টাকা কুইন্ট্যাল দাঁড়ায়। নির্বাচনের পর সরকার পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে এই দর কমতে শুরু করেছে। এখন চিনির পাইকারী দর ৭৮০ থেকে ৮০০ টাকা কুইন্ট্যাল, খুচরো ৮'৫০ থেকে ৯ টাকা কেজি। সরষের তেল ১৫ কেজি টিন হয়েছে ৩০০/৩০৫ টাকা। খুচরো ২০ থেকে ২১ টাকা কেজি। বনস্পতি নেমে হয়েছে ১৫ কেজির টিন ৪০০ টাকায়। খুচরো ২৭/২৭-৫০ টাকা কেজি। জিরের দর ভীষণভাবে নেমে গেছে। দাঁড়িয়েছে ৭২০ টাকা মণ। খুচরো ২১/২২ টাকা কেজি। ডাল নেমেছে মুসুর মটর ৯৩০ টাকা, মুগ ১১০০ টাকা কুইন্ট্যাল। খুচরো মুসুর মটর ৯-২০ টাকা ও মুগ ১১-৫০/১২ টাকা। চাল নেমে দাঁড়িয়েছে ৩২০ টাকা/৪০০ টাকা কুইন্ট্যাল। বাদাম তেলও ৪৫০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা হয়েছে ১৫ কেজি টিনের দাম। কেন এই দামের নিম্নগতি সে সম্বন্ধে কয়েকজন ব্যবসাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁরা জানান, এ সময় দাম একটু কমেই, তবে এ বছরের দাম কমেছে আগের তুলনায় একটু বেশীই। তবে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা—নির্বাচনের দিকে নজর রেখে মুনাফা লোটার আশায় ব্যবসাদাররা বাজার থেকে মাল টেনে (শেষ পৃষ্ঠায়)

## ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় বিশ লক্ষ টাকার ক্ষতি

ধুলিয়ান : গত ১৯ ডিসেম্বর রাত্রি ১১ নাগাদ স্থানীয় গৌরীশঙ্কর মেমানীর পাটের গুদামে আগুন লাগে। সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের লোক ছুটে আসেন কিন্তু আগুনের সামনে যেতে পারেন না। ফরাক্কা এবং বহরমপুরে দমকলকে ফোনে খবর দিলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ফরাক্কা থেকে একটি ও বহরমপুর থেকে দুটি দমকলের গাড়ী এসে পড়ে। আগুন তখন ভয়াবহ। আগুন আয়ত্তে আনতে দমকল বাহিনীর প্রায় ১৫ ঘন্টা সময় লাগে। কিন্তু ততক্ষণে গুদামে রাখা সমস্ত পাটসহ গোটা গুদাম ঘরটি আগুনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। গুদামের আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের চারটি কাপড় ও জুতোর দোকানের সমস্ত মালপত্র ভস্মীভূত হয়। লোকসানের পরিমাণ প্রায় বিশ লক্ষ টাকা বলে অনুমান। গৌরীশঙ্কর মেমানীর পাট গুদামটি ভাড়া নিয়েছিলেন আমীরচাঁদ ঘোষাল। তিনি এখানেই পাট কিনতেন ও সঙ্গে সঙ্গেই অন্যত্র চালান দিতেন। শোনা যাচ্ছে তাঁর কোন ডেনজার ইনসিওর করা ছিল না। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, গুদামে আগুন লাগার ঘটনা এখানে প্রায় ঘটে। কেননা এখানে বেশীর ভাগ গুদামে হয় বিড়ির পাতা না হয় পাট প্রভৃতি সহজ দাহ্য পদার্থ বোঝাই থাকে। এর জন্য ব্যবসাদারদের সরকারকে প্রচুর ট্যাক্সও গুণতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও (৩য় পৃষ্ঠায়)

## ফেরী মাঝিদের সঙ্গে ছাত্রদের গণ্ডগোল

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২০ ডিসেম্বর ডোমপাড়া পুর ফেরী ঘাটে মাঝিদের সাথে ছাত্রদের গোলমাল বাধে। খবর, নৌকায় নিয়ম বিরুদ্ধভাবে লোক চাপানোর প্রতিবাদ করলে, মাঝিরা ছাত্রদের কথা গ্রাহ্য করে না এবং তাদের অভদ্র কথাবার্ত্তা বলে। এর ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে চড়াও হলে মাঝিরা পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরদিন (শেষ পৃষ্ঠায়)

## পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির পরলোকগমন

সাগরদীঘি : স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানাইলাল চক্রবর্ত্তী গত ১৫ ডিসেম্বর তাঁর মোরগ্রামস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি ক্যানসার রোগে ভোগার পর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে পি, জি, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজ বাড়ীতে ফিরে আসেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরদিন ১৬ ডিসেম্বর তাঁর মরদেহ সাগরদীঘি নিয়ে আসা হয় ও শহর পরিক্রমা শেষে রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানঘাটে তাঁকে দাহ করা হয়।

## মহকুমাব্যাপী প্রাঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়ানুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২০ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে পূর্বচক্রের ৭৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়ানুষ্ঠান মিঠিপুর ফুটবল ময়দানে স্থানীয় ক্লাবগুলির সহযোগিতায় সুশৃঙ্খল ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন ২নং ব্লকের বিডিও সেলিম পটুয়া। যুগ্ম বিডিও শরদিন্দু দাস এবং গ্রাম (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
**সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।**
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই পৌষ বুধবার ১৩৯৬ সাল

## হায় শীত !

শীত পড়িয়াছে। তাবৎ রসনা-বিলাসীর আক্ষেপ আজ সর্বত্র শ্রুত হইতেছে। শ্রীরাধিকা একদা কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন —'শূন্য মন্দিরে মোর'। শীত-জর্জর দিনগুলিতে যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন রসনা-বিলাসের সুযোগ আসিল, তাঁহাদেরও কিন্তু ওই একই আক্ষেপ করিতে হইতেছে। শীতে খাদ্যসুখ থাকে তাই এই সময় সকল স্তরের মানুষেরই ঘরে কিছু আলু-কপি-পালং-টমাটো আর একটু মাছ, একটু মাংস কিংবা ডিম ও খেজুরগুড়ের একটু পায়স হইবার সুযোগ থাকে। এবারের শীতে 'দুখের নাহিক ওর'।

বর্তমান বৎসরে কিন্তু শীতের এই আমেজ নাই। চাল এখনই কেজি প্রতি চার টাকা; তাবৎ সব্জীকুল ক্রেতার চোখে সরিষার ফুল আনিয়া দিতেছে। মাছ-মাংস-ডিম 'হাট্টিমাটিম টিম' এ পরিণত। খেজুর গুড়? আখের গুড়ই যেখানে কেজি প্রতি ৫/৬ টাকা সেখানে আখের গুড়ের সঙ্গে মিশ্রিত খেজুর গুড়ের প্রক্ষেপ ৯/১০ টাকা দর হাঁকিতেছে। দুধের নির্বাসন ঘটিয়াছে। চিনি? সে ত দশ মুদ্রার স্পর্শ পাইতে চলিয়াছে। সরিষার তেল? খুচরা বাইশ টাকা। জলে বেগুন ভাজা ছাড়া আর উপায় কি?

সুতরাং ভোজনবিলাসী সাজিয়া লাভ নাই। শীতকে অভ্যর্থনা জানাইয়াও লাভ নাই। শুধু সংযম, শুধু সংযম—অশনে, বসনে, কথনে; আর চাহি প্রচুর সহন। হায় শীত! তোমার অতীত জৌলুষ গেল! নরকুল তোমাকে আদরে বরণ করিত নূতন চাল, প্রচুর সব্জী—ইত্যাদির খাতিরেই। সহ্য করিত তোমার দুর্জয় হিমাক্ততা। সহ্য করিবার ক্ষমতাও থাকিত যে এখন এই 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' দিন গুলিতে মানুষ তোমাকে কি ভরসায় আদর করিবে?

শীত! তোমার হিমশর ধনী নির্ধন প্রত্যেককে ঠকঠকাইয়া দেয়। যতই শীতবস্ত্র থাক, 'হি হি' করিতে হয় প্রত্যেককেই। এবারেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। তবে তোমাকে উপভোগ করিতে পারে এমন মুষ্টিমেয় বুর্জোয়া ছাড়া খাদ্যসুখের জন্য তোমার খ্যাতির আর কাহারও কাছে নাই। দ্রব্যমূল্য নিম্নগামী হইলেই আশ্চর্য হইবার কারণ। তবে আশার কথা নূতন অকংগ্রেসী সরকার আসিবামাত্র জিনিসের মূল্যমান নিম্নাভিমুখী হইতেছে।

## চিঠি-পত্র

( মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব )

### বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের টাকা নয়ছয় প্রসঙ্গে

গত ৬-১৩-৮৯ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদ (সাপ্তাহিক) পত্রিকার প্রথম পাতায় আলোয়ানী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের টাকা নয়ছয় সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। জিলা পরিষদ কর্তৃক পাকা গৃহ নির্মাণের জন্য টাকা দেওয়া হইয়াছে ইহা সত্য। উক্ত গৃহ নির্মাণের জন্য যে প্ল্যান এষ্টিমেট ছিল তদনুযায়ী এই গৃহ নির্মাণ করা হইয়াছে ইহাও ততোধিক সত্য।

এতদ্ অঞ্চলে মাটির দোষে অনেক পাকা বাড়ি ফাটিয়া যায়। এমনকি মাটির বাড়িও ফাটিয়া যায়। মাটির দোষে মেঝে বা দেওয়াল ফাটিতে পারে কিন্তু গৃহখানি বসিয়া যায় নাই। এবং ছাদও চৌচির হইয়া যায় নাই। ইহার সত্যতা সরজমিন তদন্ত করিলেই পরিষ্কার বোঝা যাইবে।

শ্রেণী কক্ষ সিমেন্টিং করা হয় নাই অথচ মেঝে ফাটিয়া গিয়াছে ইহা কি উক্ত স্থানের মাটির দোষে ঘটে নাই? এই ফাট বন্ধ করা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। ছাদ ভেঙ্গে পড়ার আশংকায় অভিভাবকগণ ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে পাঠাইতে ভয় পাইতেছেন ইহা মিথ্যা অবাস্তব কথা। আমার বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে ছাত্র ছাত্রী হাজির হইয়া আসিতেছে। ইহাতে অভিভাবকগণের পক্ষ হইতে কোন প্রকার আশংকার বিষয় প্রকাশ পায় নাই। বিদ্যালয় নির্মাণে বরাদ্দ অর্থের সিকি ভাগই যদি লুটে পুটে খাওয়া হয়ে থাকে তাহা হইলে জেলা পরিষদের প্ল্যান অনুযায়ী গৃহখানির নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন হইল কিরূপে?

শ্রীসন্তোষকুমার দে মণ্ডল
প্রধান শিক্ষক
আলোয়ানী প্রাথমিক বিদ্যালয়
তাং ১৪-১২-৮৯

## ভিন্ন চোখে

'অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে' শীতের ভোর হচ্ছে। চারিদিকে কুয়াশার গাঢ় আস্তরণ। 'নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে' শীতের অস্থিরতা। চারিদিকে জড়তা-গ্রস্ত শীতের ধূসর বার্ধক্য। বিবর্ণ কাননবীথির মধ্যে এক সীমাহীন রিক্ততা। তালপালাগুলি অসহায়। মাঠে ধান কাটা হয়ে গেছে। সেখানে এক সীমাহীন শূন্যতা। শীতের সূর্য এখনও ওঠেনি। হয়তো দেরীতে উঠবে।

রাস্তার একপাশে এক দঙ্গল ছেলে শীতে কাঁপছিল। গায়ে স্বল্প শীতের বস্ত্র। সস্তায় কেনা। এরা অপেক্ষা করে আছে শীতের রৌদ্রের জন্য। চোখ আকাশের দিকে। হয়তো বলতে চাইছে:

'হে সূর্য তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত
অভাব!

সারারাত খড় কুটো জ্বালিয়ে এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে, কত কষ্টে আমরা শীত কাটাই'।

তাই এদের কাছে 'সকালের একটুকরো রোদ্দুর' এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামি। তাই এরা ঘর ছেড়ে বাইরে আসে। আসে রাস্তায় এক 'টুকরো রোদ্দুরের তৃষ্ণায়'। এদের 'স্যাঁত সেঁতে ভিজে ঘরে উত্তাপ আর আলোর অভাব।'

শীত এসেছে। সঙ্গে তার উপহারের ডালি। বহিরঙ্গে শূন্যতা থাকলেও অন্তরে সে রিক্ত নয়। দোঁপাটি অতসী গাঁদায় ভরিয়ে দেয় সে ফুলের ডালি। শীতের মরশুমে বাজারে শাক-সব্জির প্রাচুর্য। খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি। সেগুলি চলে যাবে গ্রাম থেকে গঞ্জে।

শীতের সময় উৎসবে মেতে উঠেছে মহানগরী। ময়দানে বসেছে সার্কাসের আসর। সারা-রাতব্যাপী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা ম্যাজিক তো আছেই। বড়দিনের উৎসব। মেতে উঠেছে মহা-নগরী। যদিও এই উৎসব মূলতঃ খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের; তবুও এই উৎসব বাঙালীর কাছে এক বিশেষ সাড়া নিয়ে আসে। এটাই বোধ হয় বাঙালী কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। সে সকলকেই নিজের আত্মীয় ভাবে। এটাই আমাদের সংস্কৃতির সংশ্লেষণাত্মক দিক।

মহানগরীর শীতের আনন্দের জোয়ার ক্রমশই প্রবাহিত হচ্ছে মফঃস্বলের গ্রাম গঞ্জের দিকে। এখানেও বসেছে যাত্রার আসর। কলকাতা থেকে বিভিন্ন অপেরার দল বাস হাঁকিয়ে ছুটছে গ্রাম-গঞ্জের রাস্তায়। বিভিন্ন ময়দানে ক্রিকেট ভলিবলের আসর। আর রাস্তার পার্কে বা কোন গ্রামের মাঠে একদল ক্ষুদে গাভাসকার বা কপিলরা ব্যস্ত খেলা নিয়ে। এছাড়া উড়ছে শীতের আকাশে লাল-নীল-সবুজ ঘুড়ি।

তবে শীতকাল সকলের কাছে আনন্দবহ নয়। মনে পড়ে যায় মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরার কথা।

'পৌষে প্রবল শীত, সুখী জগজনে তৈল তুলা তুনুনপাৎ তাণ্ডুল তপনে।' সত্যিই তাই। সঙ্গতিপন্ন লোকদের কাছে পৌষ মাস সুখদায়ক। এ সময় তারা সুখে কালাতিপাত করে কিন্তু দরিদ্র লোকের পক্ষে শীত মৃত্যুর মত যন্ত্রণাদায়ক। শীত নিবারণের উপযুক্ত বস্ত্রও এরা সংগ্রহ করতে পারে না তাই মধ্যযুগের ধূলি-ধূসরিত দুঃখবেদনা পীড়িত সমাজ-জীবনের সঙ্গে বর্তমান বাংলা-দেশের সমাজের নিম্নস্তরের অবহেলিত জনজীবনের কোন ফারাক বোধ হয় আমরা খুঁজে পাই না।

—মণি সেন

## এসেছ জ্যোতির্ময়!

সে প্রায় দু'হাজার বছর আগের কথা। প্রাচ্যের আকাশে দেখা গেছে এক উজ্জ্বল তারকা। এ যেন কোন এক ক্ষণজন্মার আবির্ভাবের পুণ্য সংকেত। তাই পথে বেরিয়ে পড়েছেন প্রাচ্যের কয়েকজন জ্ঞানী জ্যোতির্বিদ সেই তারকা দেখে বিরাট শিশুর জন্ম রাসরের সন্ধানে। এসে পৌছুলেন বেথেলহেম নগরে। জুডিয়া প্রদেশের রাজা হেরোডের সঙ্গে তাঁরা দেখা করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন—পথে চলতে গিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আবার দেখতে পেলেন বেথেলহেমের আকাশে স্থির হয়ে রয়েছে সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র। আনন্দে তাঁরা হলেন আত্মহারা। প্রত্যাসন্ন সেই মহাজন্মের জন্ম। আসছেন জ্যোতির্ময় পুরুষ। ২৫শে ডিসেম্বর তাঁর আবির্ভাবের পুণ্য তিথি। বেথেলহেমের আকাশে সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন যীশু। হিব্রুতে তাঁর নাম হলো যীহোশুয়া। যার অর্থ হলো মুক্তিদাতা। খৃষ্টানেরা মনে করেন—যীশু ঈশমানব বা 'গডম্যান'। মানুষের সেবায় মানুষের জন্য তাঁর মর্ত্যে আগমন। তিনি ঈশ্বরপুত্র। অনিন্দ্যসুন্দর তাঁর মুখকান্তি; করুণাঘন তাঁর আয়ত আঁখি; সুউন্নত তাঁর নাসিকা। সমগ্র মুখমণ্ডলে তাঁর দিব্য জ্যোতি। হিংসায় উন্মত্ত টালমাটাল পৃথিবীতে তিনি বয়ে নিয়ে এলেন শান্তির বাণী, প্রেমের বাণী, এলেন প্রতিবেশীসুলভ ভ্রাতৃত্ব বোধে সবার চিত্তদেশ। উদ্বোধিত করে তুলতে। তাঁর বাণী মানবপ্রেমের বাণী। তিনি শোনালেন—ঈশ্বর আমাদের সকলের পিতা। ঈশ্বর করুণাঘন। ক্ষমার মূর্তিমান বিগ্রহ। মানুষের সেবাই হলো তাঁর সেবা। মানুষকে তিনি ভালোবেসেছিলেন—এমন কি তাদেরও যারা তাঁর বায়ুকে বিষাক্ত করেছে, কেড়ে নিয়েছে তাঁর আলো। চিক্ষুমিষা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। গভীর জীবনবোধ ছিল তাঁর। তাই সত্যকে দেখেছেন 'সমগ্র জীবনের সামগ্রী' করে। আপন আপন অনুভূতির আলোকে জগৎ ও জীবনকে দেখতে বলেছেন—নির্মোকহীন সংবেদনশীল প্রসন্ন দৃষ্টির উদার আলোকে পাপীকে ক্ষমা করেছেন—ঘৃণা করেছেন মানুষের কলুষিত পাপকে। সন্ধানী দৃষ্টির আলোকসম্পাত করে তিনি খুঁজেছেন, আবিষ্কার করেছেন পরম সত্যকে। মানুষের মধ্যেই মহিমময় ঈশ্বরের প্রকাশ। মানুষ মাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান। তিনিও বল্লেন—ঈশ্বর 'একমেবাদ্বিতীয়ম'। যীশু ছিলেন মানব প্রেমিক। তাই তিনি বলেছেন—মানুষ ঈশ্বরের পুত্র। তাই মানুষ সকলের চেয়ে বড। সবার উপরে মানুষ সত্য। শিষ্যদের উদ্দেশ্যে তিনি একদা বলেছেন 'যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের মঙ্গল কোরো। যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তাদের মঙ্গল কামনা কোরো। যারা তোমাদের আঘাত দেয় ঈশ্বরের কাছে তাদের জন্য প্রার্থনা কোরো।' যীশু গ্রামে-গঞ্জে, নগরে শহরে ঘুরে ঘুরে মানবমহিমার কথা প্রচার করতে লাগলেন—ইহুদী জনসাধারণের কাছে শুভ-বার্তা ঘোষণা করলেন এই বলে যে পৃথিবীর উপর প্রতিষ্ঠিত হবে ঈশ্বরের স্বর্গীয় রাজত্ব। যীশু প্রসঙ্গে জন বলেছেন 'তিনি ছিলেন ক্ষমাসুন্দর ও সত্যময়। তাঁর মধ্যে দেখেছি স্বর্গবাসী পিতার একমাত্র পুত্রের মহিমা।' তিনি মানুষের মুক্তির জন্য এনেছেন 'অনুগ্রহ ও সত্য'। জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে গিয়ে যীশু একদিন বলেছেন 'আমি জ্যোতি স্বরূপ হয়ে এই অন্ধকার পৃথিবীতে আলো দিতে এসেছি.....আমি এসেছি এই পৃথিবীকে মুক্তি দিতে, বিচার করতে নয়।' অসত্য হতে সত্যে, অন্ধকার হতে আলোকে, মৃত হতে অমৃতলোকে নিয়ে যাওয়ার বাণী বহন করে নিয়ে এসেছিলেন মানুষের পরিত্রাতা জ্যোতির্ময় পুরুষ যীশু—ডিসেম্বরের পঁচিশে। পতিতপাবন যীশু ছিলেন আর্তজনের, দুঃখীজনের পরিত্রাতা—বড়দিন—তাঁর পবিত্র জন্মদিন। —সুমন পাঠক


## মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ

বহরমপুর

## বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদের বাৎসরিক (১৯৯০-৯১) নিম্নবর্ণিত ফেরীঘাটগুলি নিম্নলিখিত স্থান, তারিখ এবং সময়ে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে অস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। নিলাম ডাকের পূর্বে ঘাটের পার্শ্বে লিখিত আমানতের টাকা একজিকিউটিভ অফিসার, মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদের নামে ব্যাংক ড্রাফটে কোন ব্যাংক হইতে খরিদ করিয়া নিলাম স্থানে নিলামের পূর্বে জমা দিতে হইবে।

| | গুজার ঘাটের নাম | আমানত |
|---|---|---|
| ১। | রাণীনগর কাশিয়াডাঙ্গা | ৩৮৭৫-০০ |
| ২। | রাতরীবাঘা | ৩৭৭৫-০০ |
| ৩। | খড়খড়ি গদাইপুর | ২১৫-০০ |
| ৪। | দফরপুর | ২৫,৬২৫-০০ |
| ৫। | আথুয়া (বর্ষাতি) | ৫০-০০ |

নিলাম স্থান : মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদের রঘুনাথগঞ্জ ডাক বাংলো।

বিস্তারিত বিবরণ পাইবার স্থান :

ঐ এবং মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ অফিস, বহরমপুর।

তারিখ—ইংরাজী ৩-১-৯০ বাংলা ১৮ই পৌষ, ১৩৯৬

সময়—বেলা ২ ঘটিকা বুধবার

জিলা বাস্তুকার
মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ


## বিশ লক্ষ টাকার ক্ষতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রশাসনিক দিক থেকে শহরের গুরুত্ব বিচার করে এখানে কোন ফায়ার ব্রিগেড স্থানীয়ভাবে গড়ে তোলার কোন সরকারী প্রচেষ্টা কোন দিনই হয়নি কেন সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। এবারের এই অগ্নিকাণ্ডে ভীত সন্ত্রস্ত ব্যবসায়ীরা তাঁদের সভাপতিকে ডি এমের সঙ্গে দমকল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করতে চাপ দিলে, সভাপতি হেমচন্দ্র সাহা সে ব্যাপারে জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জেলা শাসক জানান, যদি তাঁরা অন্ততঃ পক্ষে ৫ কাঠা জায়গার ব্যবস্থা করতে পারেন তবে তিনি দমকল স্থাপনের আশু ব্যবস্থা করবেন। ২১ ডিসেম্বর স্থানীয় ব্যবস্থায়ীদের কয়েকজন মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনিও ধুলিয়ানে একটি ফায়ার ব্রিগেড গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন ও সে বিষয়ে প্রচেষ্টা চালাবেন বলে কথা দেন। এক সাক্ষাতকারে জনৈক শিক্ষক জানান, বি ডি ও অফিস মাঠে, কাঞ্চনতলা স্থল সংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় বা পুরোনো দাতব্য চিকিৎসালয়ের সামনে সরকারী খাস জমি আছে। এ গুলোর মধ্যে কিছুটা অধিগ্রহণ করে সহজেই ফায়ার ব্রিগেড চালু করা যায়।

## বাজার দর নামছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে গুদামজাত করে রাখায় জিনিস পত্রের ঘাটতি তৈরী হয় এবং দাম বাড়ে। কিন্তু নির্বাচনের পর নতুন অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হওয়ায় ভীত সন্ত্রস্ত ব্যবসাদাররা গুদামজাত মাল বাজারে ছেড়ে দেওয়ায় স্বভাবতই দাম কমে গেছে। অন্যদিকে রেশনে এবার খুব উচ্চমানের আতপ চাল দেওয়া হচ্ছে। দাম বেশ কম ১-৭১ পঃ কেজি। মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম করে দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের উৎকৃষ্ট চাল রেশনে অনেকদিন আসেনি বলে রেশন ডিলারদের অভিমত। তবে যথারীতি প্রচার না থাকায় অনেকেই রেশনের চাল ভাল হয় না বিবেচনায় তা খরিদ করেননি।

## নেহরু যুব কেন্দ্রের পরিচালনায় সাংগঠনিক অনুষ্ঠান

মির্জাপুর : সম্প্রতি নেহরু যুব কেন্দ্র (ভারত সরকার), মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার পরিচালনায় এবং মির্জাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের উদ্যোগে ব্লক পর্যায়ে সংস্কৃতি, গণতন্ত্র ও যুবসমাজ শীর্ষক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। গত ২২ অক্টোবর কেন্দ্রীয় কর্মী ঝর্ণা দাস এই অনুষ্ঠান শিবির পরিচালনা করেন। মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবও এই পরিপ্রেক্ষিতে ১০ দিনের ব্লক ক্যাম্পেনে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকে প্রায় ৮০টি সংগঠনকে অনুমোদন দেন। এই উপলক্ষে গ্রামীণ কাবাডি প্রতিযোগিতার লিগ খেলা ২ মাস ধরে চলে এবং গত ১৪ নভেম্বর নব ভারত স্পোর্টিং ক্লাব মাঠে খেলার শেষে ১ম হয় নওদা বিধান সংঘ, ২য় রাণীনগর যুব স্পোর্টিং ক্লাব এবং তৃতীয় স্থান লাভ করে বৈদ্যপুর অলিম্পিক কিশোর সংঘ। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের যথাক্রমে ৫০০ টাকা, ৩০০ টাকা ও ২০০ টাকা পুরস্কার ও অন্যান্য ছটি দলকে ১০০ টাকা করে নখদ অর্থে পুরস্কৃত করা হয়।

## ছাত্রদের গণ্ডগোল

(১ম পাতার পর)

মাঝিরা নৌকা চালায় না ফলে ঐ ঘাটে লোক পারাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ক্ষুব্ধ ছাত্রদেরই নয় সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষদেরও অভিযোগ, বহুবার দুর্ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও মাঝিরা নিয়ম বহির্ভূতভাবে বেশী লোক নৌকায় বহন করে। ঘাটে ঐসব দেখাশুনার জন্য যে হোমগার্ড বাহিনী পাহারায় থাকে তারাও কোন গোপন কারণে নিষ্ক্রিয় থাকে বলে অভিযোগ উঠেছে।

## ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়ানুষ্ঠান

(১ম পাতার পর)

পঞ্চায়েত প্রধান ফরমেজ আলীও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও গত ১৮ ডিসেম্বর ফরাক্কা চক্রের ৮০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়ানুষ্ঠান ফরাক্কা ব্যারেজ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিনই ধুলিয়ান চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সার্কেল স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হয় ডাকবাংলো ময়দানে। সাগরদীঘি পূর্বচক্র আয়োজিত একাদশ বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান গত ২২ ডিসেম্বর সাগরদীঘি স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। চক্রের ৭৫টি প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে ৫৫টি এই উৎসবে যোগ দেয়! অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের সভাপতি অরুণ ভট্টাচার্য্য। অগ্নিবীণা সব পেয়েছি আসরের সোনারকাঠি ভাই বোনেরা মাঠে কুচকাওয়াজের মাধ্যমে মাঠ পরিক্রমা করেন। পরে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানাইলাল চক্রবর্ত্তীর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে ১ মিনিট নীরবতা পালনের পর ক্রীড়ানুষ্ঠান শুরু করা হয়। এবার রাজ্যস্তরের খেলা অনুষ্ঠিত হবে মালদহ জেলায়। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে জেলাস্তরের খেলার শেষে রাজ্যস্তরের খেলা হবে। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রশান্ত রায় চৌধুরী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

## পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টেণ্ডার

সুপারিনটেনডেণ্ট জঙ্গীপুর সাবজেল ১-১-১৯৯০ হইতে ৩০-৬-১৯৯০ সময়ের জন্য জঙ্গীপুর সাবজেলে বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন।

টেণ্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২৭-১২-৮৯ বেলা ১১টা এবং খোলার সময় ২৭-১২-৮৯ বেলা ১২টা।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জঙ্গীপুর সাবজেল অফিসে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

স্বাক্ষর
সুপারিনটেনডেণ্ট
জঙ্গীপুর সাবজেল
মুর্শিদাবাদ

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।


উন্নত, যত্নশীল গবেষনা। বহু বছরের বিশ্বাস ও ক্রেতাদের আস্থা, যা দুর্গাপুর সিমেন্টের বৈশিষ্টা। সিমেন্টের জগতে এমন একটি নাম, যার কদর যেন খাঁটি

সোনা

শক্তি

ই সিমেন্টের দর্শন, এটাই আমাদের বিশ্বাস।
কেবল আমদানী করা জিপসাম্ অথবা সেরা মানের ক্লিংকারই নয়,
দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্টের ব্লাস্ট ফারনেসের স্ল্যাগও এই সিমেন্টের শক্তির উৎস, এমন শক্তি যা স্টীলের সাথে পাল্লা দিতে পারে।

পুরানো

ক্রেতারা হলেন আমাদের শক্তির এক বিশেষ অংশ, যারা কখনও বিকল্প সিমেন্টের কথা ভাবেন না। একবার চোখ বুলিয়ে দেখুন না আমরা কত বড় বড় প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত–মেট্রোরেল, ন্যাশানাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশন, দামোদর ভ্যালী করপোরেশন, দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট এবং ইসকোর আধুনিকীকরণ, বক্রেশ্বর থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং আরো অনেক।

যেসব প্রকল্পে সমুদ্রের জল, সাল্‌ফেট এবং অন্যান্য রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া রোধক শক্তির প্রয়োজন, সে সব প্রকল্প সিমেন্টের ব্যাপারে কেবল একটি নামেই ভরসা করেন–"দুর্গাপুর সিমেন্ট"। এই সিমেন্ট কারখানা পশ্চিমবঙ্গে এবং এই রাজ্যের প্রকল্পগুলির কাছে, তাই তাজা মেলে। তাজা সিমেন্ট-যা প্রকল্পগুলিকে করে তোলে

চিরস্থায়ী...

দুর্গাপুর সিমেন্ট
একটি বিড়লা প্রতিষ্ঠান
ফ্যাক্টরী: দুর্গাপুর - ৭১৩২০৩ (পশ্চিমবঙ্গ)
কলকাতা অফিস: বিড়লা বিল্ডিং,
৯/১ আর এন মুখার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০০১

দুর্গাপুর সিমেন্ট–শক্তি এমন, স্টীল যেমন

DPS/DC-894 BEN


রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।